মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২–৫৩): উদ্দেশ্য ও কাঠামো

(Secondary Education Commission)

---

১. ভূমিকা (Introduction)

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত ও কাঠামোগত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে **মুদালিয়ার কমিশন** গঠিত হয়। এই কমিশন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, কাঠামো ও প্রশাসনিক দিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এই কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

---

২. মুদালিয়ার কমিশনের পরিচয়

- **পূর্ণ নাম**: Secondary Education Commission
- **গঠনকাল**: ১৯৫২
- **প্রতিবেদন প্রকাশ**: ১৯৫৩
- **চেয়ারম্যান**: ড. এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ার

☞ এটি স্বাধীন ভারতের প্রথম মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন।

---

৩. মুদালিয়ার কমিশনের উদ্দেশ্য (Objectives)

মুদালিয়ার কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি ছিল—

৩.১ মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ

- মাধ্যমিক শিক্ষাকে জীবনের জন্য প্রস্তুতিমূলক স্তর হিসেবে গড়ে তোলা
- কেবল উচ্চশিক্ষার পূর্বধাপ নয়, বরং কর্মজীবনের প্রস্তুতি

৩.২ ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ

- বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, সামাজিক ও শারীরিক বিকাশ
- গণতান্ত্রিক নাগরিক তৈরি

৩.৩ জাতীয় চেতনা ও নৈতিকতা গঠন

- জাতীয় ঐক্য, দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধ
- চরিত্র গঠন ও মূল্যবোধ শিক্ষা

৩.৪ বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসার

- কর্মসংস্থানের উপযোগী শিক্ষা
- বিদ্যালয় ছাড়ার পর কাজের সুযোগ

৩.৫ শিক্ষার মানোন্নয়ন

- পাঠক্রম, শিক্ষক ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নতি
- বিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি

---

৪. মুদালিয়ার কমিশনের প্রস্তাবিত কাঠামো (Structure)

৪.১ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরবিন্যাস

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়—

1. **নিম্ন মাধ্যমিক স্তর**
    - সময়কাল: ৩ বছর
    - শ্রেণি: VIII–X
2. **উচ্চ মাধ্যমিক স্তর**
    - সময়কাল: ২ বছর
    - শ্রেণি: XI–XII

☞ এই কাঠামো মাধ্যমিক শিক্ষাকে সুসংগঠিত করে।

৪.২ পাঠক্রমের কাঠামো

পাঠক্রম হবে—

- বাধ্যতামূলক বিষয়
- ঐচ্ছিক বিষয়
- বৃত্তিমূলক বিষয়

বিজ্ঞান, মানববিদ্যা, শিল্পকলা, খেলাধুলা ও নৈতিক শিক্ষার সমন্বয়।

৪.৩ বিদ্যালয়ের ধরন

- বহুমুখী বিদ্যালয় (Multipurpose Schools)
- বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়
- সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

৪.৪ শিক্ষক ও প্রশিক্ষণ

- যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ শক্তিশালীকরণ
- শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি

৪.৫ মূল্যায়ন ও পরীক্ষা ব্যবস্থা

- বার্ষিক পরীক্ষার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন
- শিক্ষার্থীর সার্বিক অগ্রগতি মূল্যায়ন

৪.৬ বিদ্যালয় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

- বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ
- প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্ব
- অভিভাবক ও সমাজের অংশগ্রহণ

---

৫. মুদালিয়ার কমিশনের গুরুত্ব

- মাধ্যমিক শিক্ষার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ভিত্তি স্থাপন
- বৃত্তিমুখী শিক্ষার ধারণা প্রবর্তন
- আধুনিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার রূপরেখা

---

৬. সীমাবদ্ধতা ও সমালোচনা

- সব বিদ্যালয়ে কাঠামো বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি
- বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার সীমিত
- আর্থিক ও অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে বাস্তবায়নে বিলম্ব

---

৭. ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

মুদালিয়ার কমিশন স্বাধীন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি নির্মাণ করে। বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো অনেকাংশে এই কমিশনের সুপারিশের উপর নির্ভরশীল।

---

৮. উপসংহার (Conclusion)

মুদালিয়ার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে কেবল উচ্চশিক্ষার সিঁড়ি হিসেবে নয়, বরং জীবনের জন্য প্রস্তুতিমূলক স্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এর উদ্দেশ্য ও কাঠামো আজও ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. মুদালিয়ার কমিশনের উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করো।
2. মুদালিয়ার কমিশন প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো ব্যাখ্যা করো।
3. স্বাধীন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষায় মুদালিয়ার কমিশনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করো।

নিচে **উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নকে Broad / Long Answer (১০–১৫ নম্বর)** হিসেবে বিবেচনা করে **বিশদ, বিশ্লেষণধর্মী ও পরীক্ষামুখী উত্তর** প্রদান করা হলো—

---

১. মুদালিয়ার কমিশনের উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করো।

উত্তর :
মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২–৫৩) স্বাধীন ভারতের প্রথম মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনর্গঠন করে তাকে জীবনের সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করা। কমিশনের মতে, মাধ্যমিক শিক্ষা কেবল উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতিমূলক স্তর নয়, বরং শিক্ষার্থীদের সামাজিক, নৈতিক ও কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

প্রথমত, এই কমিশনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল **মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য স্পষ্ট করা**। শিক্ষাকে এমনভাবে গড়ে তোলার কথা বলা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় শেষ করার পর সমাজে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কমিশন **ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশের** উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পাশাপাশি নৈতিকতা, শারীরিক সক্ষমতা, সামাজিক সচেতনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তোলাকে মাধ্যমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

তৃতীয়ত, **জাতীয় চেতনা ও চরিত্র গঠন** ছিল মুদালিয়ার কমিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। স্বাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে দেশপ্রেম, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতার বিকাশকে শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখা হয়।

এছাড়া কমিশন **বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসার**–এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়, যাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় শেষ করে কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা অর্জন করতে পারে। সব মিলিয়ে মুদালিয়ার কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল মাধ্যমিক শিক্ষাকে জীবনমুখী, জাতীয়তাবোধসম্পন্ন ও কার্যকর করে তোলা।

---

২. মুদালিয়ার কমিশন প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো ব্যাখ্যা করো।

উত্তর :
মুদালিয়ার কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য একটি সুসংগঠিত ও বাস্তবমুখী **কাঠামো** প্রস্তাব করে, যা পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় গভীর প্রভাব ফেলে।

প্রথমত, কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাকে **দুটি স্তরে বিভক্ত করার প্রস্তাব** দেয়—
(ক) নিম্ন মাধ্যমিক স্তর (৩ বছর) এবং
(খ) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (২ বছর)।
এই কাঠামোর মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা আরও স্পষ্ট ও ধারাবাহিক রূপ পায়।

দ্বিতীয়ত, পাঠক্রমের ক্ষেত্রে কমিশন **বহুমুখী পাঠক্রমের** কথা বলে। পাঠক্রমে বাধ্যতামূলক বিষয়ের পাশাপাশি ঐচ্ছিক ও বৃত্তিমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়। বিজ্ঞান, মানববিদ্যা, শিল্পকলা, কারিগরি শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষার সমন্বয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়।

তৃতীয়ত, কমিশন **বহুমুখী বিদ্যালয় (Multipurpose School)** প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের আগ্রহ ও সক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধারার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

এছাড়া শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষক ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো সফল হতে পারে না—এই উপলব্ধি থেকেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার সুপারিশ করা হয়। মূল্যায়ন ব্যবস্থায় কেবল বার্ষিক পরীক্ষার পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের কথাও বলা হয়।

এইভাবে মুদালিয়ার কমিশনের প্রস্তাবিত কাঠামো মাধ্যমিক শিক্ষাকে আধুনিক ও কার্যকর রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে।

---

৩. স্বাধীন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষায় মুদালিয়ার কমিশনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করো।

উত্তর :
স্বাধীন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার ইতিহাসে মুদালিয়ার কমিশনের গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এই কমিশন প্রথমবারের মতো মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি **স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর** হিসেবে চিহ্নিত করে।

এর অন্যতম বড় অবদান হলো মাধ্যমিক শিক্ষার **উদ্দেশ্য ও কাঠামো নির্ধারণ**। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ধারণা এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রস্তাব পরবর্তীকালে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

মুদালিয়ার কমিশন শিক্ষাকে কেবল পরীক্ষাকেন্দ্রিক না রেখে **জীবনমুখী ও সমাজমুখী** করার উপর জোর দেয়। এর ফলে বিদ্যালয় শিক্ষা জাতীয় উন্নয়ন, নাগরিকত্ব ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পথ পায়।

যদিও আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে কমিশনের সব সুপারিশ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি, তবুও বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো অনেকাংশে মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

সুতরাং বলা যায়, মুদালিয়ার কমিশন স্বাধীন ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তি নির্মাণে এক ঐতিহাসিক ও অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে।